



69861 - সম্প্রতি সংঘটিত ভূমিকম্পের কারণে পৃথিবীর ঘূর্ণন প্রক্রিয়ার স্থলন এবং পৃথিবী কী বক্রিত দিকে ঘুরতে যাচ্ছে?

প্রশ্ন

সম্প্রতি সময়ে মোবাইলের মাধ্যমে একটি মসেজে ব্যাপকভাবে ছড়াচ্ছে। সে মসেজেটিতে এশিয়া মহাদেশে সংঘটিত ভূমিকম্পটির কারণগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং উক্ত বক্তব্যকে ড. জগলুল আল-নাজ্জারের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সেই মসেজেটির ভাষ্য হচ্ছে: ড. জগলুল আল-নাজ্জার: এশিয়ার ভূমিকম্পের কারণে পৃথিবীর ঘূর্ণন প্রক্রিয়ার স্থলন; পৃথিবীর ঘূর্ণন গতি মন্থর হওয়ার কারণে। যা প্রমাণ করে যে, পৃথিবী বক্রিত দিকে থেকে ঘুরতে যাচ্ছে, ক্রিয়ামত্রে বড় আলামতগুলোতে প্রবশে করতে যাচ্ছে এবং সূর্য পশ্চিম দিকে থেকে উদিত হওয়ার প্রাকৃতিক দুর্যোগের সূচনা হতে যাচ্ছে। মসেজেটি প্রচার করুন এবং ইস্তিফার করুন। এই মসেজেটির ব্যাপারে আপনাদের মতামত কী? এটি কী সঠিক?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এই মসেজে ড. জগলুল আল-নাজ্জারের দিকে যা সম্বন্ধিত করা হয়েছে তা সঠিক নয়। ড. নজিহে তা অস্বীকার করেছেন; যখন আল-জাজরি স্যাটেলাইট চ্যানলে 'মিম্বারুল জাজরি: আল-তাজহজাত আল-আরাবিয়া লি মুওয়াজাহাতলি কাওয়ারছি' শরিনোমারে প্রোগ্রামে তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল।

তিনি জবাবে বলেন: আল্লাহর কসম, প্রিয় ভাই, এটি সম্পূর্ণরূপে আদযোপান্ত অসঠিক। মনে হয় কিছু মানুষরূপী শয়তান আছে যারা আমার নামে এই ধরণের মিথ্যাচারগুলো প্রচার করতে চায়। যহেতু তারা জানে যে, আল্লাহর অনুগ্রহে মানুষ আমাকে ভালোবাসে। তাই মানুষ এই কথাতে বিশ্বাস করবে।

এক: আমি বহুবার বলছি যে, আখরিতরে চরিয়ত প্রথা ও আইনকানুন দুনিয়ার চরিয়ত প্রথা থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা।

দুই: আখরিত; যমেনটি বর্ণনা করছে কুরআনে কারীম; আকস্মিকভাবে এসে পড়বে। এটি বর্ণনা করতে গিয়ে আমাদের প্রভু বলেন: "আসমান ও জমনিতে এটি একটি গুরুতর বিষয়। তোমাদের কাছে তা আকস্মিকভাবেই আসবে।" [সূরা আরা'ফ, আয়াত: ১৮৭]

তনি: পৃথিবীর ভর প্রায় ছয় হাজার বিলিয়ন মিলিয়ন মিলিয়ন টন। এই ভূমিকম্পটি যদিও শক্তিশালী হয় তবুও এটি পৃথিবীর



ঘূর্ণনরে গতি পরবির্তন করতে কংবা এটাকে ধীরগত কিরে দতিে পারে না।

কটে কটে বলছেন (এই কথাটি ইন্টারনেটে রয়ছে) যদি এই বস্ফোরণটি পৃথবীর ঘূর্ণন গতির বপিরীত দকিে ঘটত তাহলে সটে পৃথবীর ঘূর্ণনকে ধীর করে দতি। আর যদি পৃথবীর গতপিথরে দকিে ঘটত তাহলে পৃথবীর আহ্গকি গতকিে বাড়য়িে দতি। গত কিমা বা বাড়া উভয় অবস্থায় সটে প্রতি সেকেন্ডে এক মলিয়িনরে একভাগরে বশেহিত না। সুতরাং কভিবে বলা যতেে পারে যে, এট কিয়ামতরে বড় আলামত। কয়ামতরে বড় আলামতগুলো আমাদরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুবই নখুঁতভাবে নধিরণ করে গেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কথাকে এড়য়িে যে ক্ষত্রেই ইজতহিদ করার কোন সুযোগ নেই।[সমাপ্ত]

ড. জগলুল অন্য কছি সংলাপে ভূমকিম্পরে বজ্জ্ঞেগনকি কারণগুলো ব্যাখ্যা করছেন এবং এর সাথে তনি এটাও উল্লেখ করছেন যে, এটি গুনাহ ও পাপরে শাস্তি। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তমাদরে যে বপিদ আসে তা তমাদরে কৃতকর্মরেই ফল। তনি তমাদরে অনকে অপরাধ ক্ষমাও করে দনে।”[আশ-শূরা, আয়াত: ৩০]

তনি আরও বলেন: “মানুষরে কৃতকর্মরে দরুন স্থলে ও জলে বপির্য়য় দখো দয়িছে; তনি চান তাদরেকে তাদরে কতপিয় কর্ম (কর্মরে শাস্তি) আস্বাদন করাতে, যাতে তারা ফরিে আসে।”[সূরা রুম, আয়াত: ৪১]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।